Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রাত লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা

নগদ মূল্য ৴০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৩শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩রা আশ্বিন বুধবার ১৩৬৩ ইংরাজী 19th Sept. 1956 { ১৯শ সংখ্যা

ভাল তাঁত কিনিবার জন্য তাঁতীদিগকে সরকারী সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত

ভারত সরকারের বাণিজ্য ও ভোগ্য শিল্প মন্ত্রণালয় হইতে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে :—

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে অখিল ভারত তাঁত পর্ষতের যে বৈঠক হইয়া গেল তাহাতে তাঁত শিল্পের অগ্রগতির বিষয় পর্য্যালোচনা করা হয়। ইহাতে দেখ যায় ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই কার্য্যসূচী চালু হওয়ার পর হইতে ১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনার জন্য রাজ্য সরকারসমূহকে ১০ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ৩১শে মার্চ্চ (১৯৫৬) পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারসমূহ ৯ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। অর্থাৎ মোট বরাদ্দের ৮৮·৬ শতাংশ ব্যয় হইয়াছে।

উৎপাদনের হার বাড়াইবার উদ্দেশ্যে উন্নত ধরণের তাঁত কিনিবার জন্য তাঁতীদিগকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হইবে বলিয়া সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সকল তাঁত বসাইবার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই তাঁতীদের প্রশস্ততর ঘরের প্রয়োজন হইবে বলিয়া তাহাদের ঘর তৈয়ারের মোট ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ সাহায্য হিসাবে এবং দুই-তৃতীয়াংশ ঋণ হিসাবে দেওয়া হইবে বলিয়াও সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

—প্রেস ইন্‌ফরমেশন্ ব্যুরো

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা আশ্বিন বুধবার সন ১৩৬৩ সাল।

‘সতমেব জয়তে’

—•—

এই মহাবাক্যটি ভারত সরকার কি সুক্ষণেই নিজেদের সেরেস্তার কাগজ পত্রের শীর্ষদেশে স্থান দিয়াছিলেন। বাক্যটি তাহার সত্যতা প্রতিনিয়ত প্রকট করিয়া স্বগৌরব সহ মাধুর্য্য বিকাশ করিতেছে।

(১) দেশমুখ অর্থমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে বহু সত্য সহ কর্ত্তাদের নগ্নমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

(২) বোম্বাই এর মুখ্যমন্ত্রী অশনে এবং অনশনে উক্ত মহাবাক্যেরই মহিমা দেখাইয়াছেন।

(৩) নূতন অর্থমন্ত্রী বাহাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে বসন-সঙ্কট শারদীয় মহাপূজার পূর্ব্বেই সৃজন করিয়াই নিজের হাতে চুলকান ঘা-এর ক্ষত নিবারণের মলম কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া সাধারণের কত অর্থের আদ্যশ্রাদ্ধ করিলেন তাহা কাগজওয়ালাদের বিল দেখিবার যাঁহাদের অধিকার আছে তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন।

রাজ্য পাইবার অল্প দিন পরেই রেলগাড়ীর কোন্ বিধাতা যে II ক্লাস উঠাইয়া INT ক্লাস, আবার INT মুছিয়া II ক্লাসের ব্যবস্থা করিয়া সাধারণের টাকার সদ্গতি করিয়াছিলেন, এই নূতন অর্থমন্ত্রী তাঁহার সহাধ্যায়ী কি না জানিতে ইচ্ছা করে।

(৪) ভারতের শাসন-যন্ত্র পরিচালনা করিবার এক জন বাহাদুর মন্ত্রী নিজের স্বরূপ বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন—

আমি শিক্ষায় বৃটেনবাসী (ব্রিটিশার ইন্ এজুকেশন), সংস্কারে মুসলমান (মহমেডান ইন্ কাল্চার), জন্মের দুর্ঘটনায় (বাই এক্সিডেণ্ট অব্ বার্থ) হিন্দু। দু'দিকে টান থাকিলে লোক বলে দোটানা, ইনি তেটানায় পড়িয়াছেন।

প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে মার্কিন প্রকাশক টমাস্ এণ্ড টমাস্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত “লিভিং বায়োগ্রাফী সিরিজ নামক গ্রন্থরাজির অন্যতম “রিলিজিয়াস্ লীডারস্” নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। এ যাবৎ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে বহুল প্রচারিত এই পুস্তকে মুসলমান-ধর্ম্মগুরু হজরত মহম্মদের নিন্দাবাদ আছে। এতদিন দুনিয়ার কোনও ইস্লাম রাজ্যে পুস্তকের এই নিন্দাবাদ কাহারও মর্ম্মে আঘাত করে নাই। সম্প্রতি বোম্বাই-এর “বিদ্যাভবন” নামক প্রতিষ্ঠান উক্ত পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করিয়াছে। এই বিদ্যাভবনের সম্পাদক উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীযুত কে. এম. মুন্সী। এই পুস্তকের প্রকাশ জন্য ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণ অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন শ্রীমুন্সীকে এবং হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ গীতাকে। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রগণ রাজ্যপাল শ্রীমুন্সীর প্রতিমূর্ত্তি ও তৎসঙ্গে গীতা লইয়া উভয় আসামীকে পাদুকা-প্রহার করিতে করিতে “পাকীস্থান—জিন্দাবাদ”! “হিন্দুস্থান মুর্দ্দাবাদ”! ধ্বনি করিতে করিতে শোভাযাত্রা করিয়া শ্রীমুন্সীর মূর্ত্তি ও গীতা উভয়কে অগ্নিদগ্ধ করেন। ছাত্রগণের এবং সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ভারতের শিক্ষা-মন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের মুখে কোনও আওয়াজ বা মন্তব্য পাওয়া যায় নাই।

পাকীস্থানের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী যে আওয়ামী লীগের জনাব সুরাবর্দ্দী, সেই আওয়ামী লীগের পূর্ব্ব পাকীস্থানের প্রেসিডেণ্ট মৌলানা ভাসানী সাহেব মুসলমান “সত্যমেব জয়তে”র মান রাখিয়াছেন। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় প্রধান মন্ত্রী জনাব সুরাবর্দ্দী স্বয়ং খাদ্যনীতির ভাষণ দেন, মৌলানা ভাসানী সাহেব সেই সভাতেই বলিয়াছেন—

“বইখানি বহু পূর্ব্বে আমেরিকায় লিখিত হইয়াছে। আপনারা আমেরিকার চাউল খান এবং আমেরিকার সহিত সামরিক চুক্তি, বাগদাদ ও সিয়াটো চুক্তি করেন। কিন্তু কেবলমাত্র ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে আপনারা অত্যন্ত তৎপর। আমেরিকার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন না কেন? আমরা বলি—

“সত্যমেব জয়তে” জিন্দাবাদ! মৌলানা ভাসানী জিন্দাবাদ।

আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেস-প্রার্থী মনোনয়ন

—•—

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর শনিবার রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে জঙ্গিপুর মহকুমার উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নের জন্য নদীয়া-নিবাসী স্বনামধন্য শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভিন্ন ভিন্ন কংগ্রেস-প্রার্থীকে নিরীক্ষণ ও গুণাগুণ অবধান করিয়া গিয়াছেন। মনোনয়নে কাহার কাহার মনোরথ পূর্ণ হইল তাহা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মনে মনে রাখিয়াছেন বা মনের মানুষদের কাছে গোপনে ব্যক্ত করিয়া তাহা মনে মনে রাখিতে বলিয়াছেন।

শুভ বিবাহের পাত্রী নিরীক্ষণ করিয়া বরপক্ষ যেমন বাড়ী গিয়া পত্র দিবার অঙ্গীকার করিয়া যান। কিন্তু অপছন্দ হইলে কোনও উত্তর দেন না, তেমনি যাঁহাকে যাঁহাকে মনোনীত করেন নাই তাঁহারা শেষে বুঝিবেন—বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদের বেলায় নিজের জেলার নাম উচ্চারণ করিয়াছেন—**ন দী য়া** (দিয়া নেহি)

আমরা সফলকাম ও বিফলকাম সকলের মনোরঞ্জনের জন্য ভোটামৃত কীর্ত্তন প্রকাশ করিলাম। রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে শরৎ পণ্ডিতের কাছে সুর জানিতে পারিবেন।

ভোটামৃত কীর্ত্তন

—•—

নির্ব্বাচন-সময়ে তু বায়ুঃ রুক্ষঃ
ভবেৎ ধ্রুবম্।
ভোট-বিকারাধিকারে ভোটামৃতং
প্রযুজ্যতে॥
ভোটাধিক্যং ভবেৎ যস্য নিশ্চিতং
মেম্বারো ভবেৎ।
পরাজিতস্য মূর্খস্য কা কস্য পরিবেদনা॥

(আমি) ভোটের লাগিয়া
ভিখারী সাজিনু, ফিরিনু দ্বারে দ্বারে।
“হাঁ” ছাড়া কেউ “না” বলিল না
ক্যান্‌ভাস্ করিনু যারে।

(হাঁ ক'রে সব রইলো দাদা,
কার হাঁ বল বুজাই কিসে ? হাঁ ক'রে সব রইলো দাদা)
তাদের মুখের ভাষায়, ফুলিনু আশায়
জানি না বুকের ভাষা।
(বুঝি) গাছে তুলে মোরে, মই নিবে কেড়ে
আশায় খাটিনু চাষা।
(বুঝি খেটে খেটে খাটোই হ'নু আশায় খাটিনু চাষা)
ক্যান্‌ভাসারের ভাষা, তাতেও পাইনু আশা,
(বলে) সেন্ট্-পারসেন্ট্ ভোটই তব।
(দাদারে সেন্ট্ পারসেন্ট্ ভোটই তব)
(আমি) তাহাতে রিলাই করি,
দুহাতে বিলাই কড়ি,
করি অভিনয় অভিনব।
(আমি নেতা কি অভিনেতা ? করি অভিনয়,
হেথা মালুম করিবে কে তা, নেতা কি অভিনেতা)
এইরূপে গত বারে, ফিরেছিনু দ্বারে দ্বারে,
পেয়েছিনু এইরূপই হোপ গো।
মোরে কথায় করিয়া বশ, আন-জনে দিল
ক্রশ,
(মোর) ডিপজিট্ মানি হলো লোপ গো।
(আমার মান গেল "মানি" ও গেল—যেন আসমান
হ'তে পড়লাম দাদা! আমার আশা মান দুই চূর্ণ
হলো আসমান হ'তে পড়লাম দাদা !)
(আমি) ভোটার পিরীতি কিছু বুঝিতে
নারি।
দিনু সন্দেশ, চড়াইনু মোটর গাড়ী।
দিনু উপরি গুঁজিয়া কিছু পকেটে আরো।
রাখো যদি রাখো দাদা, মারো তো মারো।
(শেষে মেরেই যে দিলেরে—খেলে, নিলে, চড়লে
মোটর, মেরেই যে দিলেরে)
দিল ব্যালট্-পেপার হাতে পোলিং-
অফিসার—
এরা কার খেয়ে, কার প্রেমে করে
অভিসার !
(মোরে) ভোট তো দিয়েছ দাদা ? পুছিনু
আসি—
(দেখি) ধীরে ধীরে চলে গেল মুচকি হাসি !

(কেহ) বাহির করিল পুনঃ দন্ত-পাঁতি
বুঝিলাম করিয়াছে দিনে ডাকাতি।
(আমায় মেরেই যে দিলেরে, নিলে, খেলে, চড়লে
মোটর, মেরেই যে দিলেরে)
এবারে আবার মশাই, দেখাইতে অধ্যবসায়,
নামিয়াছি ভোটের সমরে।
দৈনিক ও সাপ্তাহিকে, এবার করেছি ঠিকে,
যাহে লিখে সবে মোর "ফরে"।
(তারাও "ফরচুন্" ফিরাইবে, আমার "ফরে" লিখবে
যারা তারাও "ফরচুন্" ফিরাইবে)
[নিতাই শমন দমন নাম এনেছে সুরে—বাউল]
গেছি চালের দোষে বেচাল হ'য়ে
গত বারে ঠকি—
এবার শক্ত "জকী" পিঠে আমার
তবুও ঠকবো কি ?
(কুছ্ পরোয়া নেহি—এবার "হুইপ্" বেড়ে
কষবে হুইপ কুছ্ পরোয়া নেহি)
"গ্যালপে" চলেছি দাদা করিব "উইন্"রে
দোহাই ভোটার যেন করো না "রুইন্"রে।
(মরে যে যাব, সেবারের আধমরা এবার পুরো দস্তর
মরে যে যাব)
ধন যাবে মান যাবে যাবে দুই "সাইড"।
এরই নাম তো আত্মহত্যা—"হ্বাট্ ইজ্
সুইসাইড"।
(প্রেতযোনি যে হবো, আত্মহত্যায় মরিলে প্রেত-
যোনি যে হবো, "সুইসাইডে" মরিলে প্রেতযোনি যে
হবো)
প্রেতযোনি হবো ম'রে শুনহ ভোটার রে।
ভোট যে না দিবে তার মট্‌কাবো ঘাড় রে।
(মেরে দেবো, প্রেত হ'য়ে তারে মেরে দেবো, যদি
আশা থাকে, বাঁচতে যদি আশা থাকে, প্রেতের হাতে
বাঁচতে যদি আশা থাকে। ভাবী প্রেত-অভিপ্রেত
পুরাও বাঁচতে যদি আশা থাকে)
যে জন সুজন ভোট দিবে মোর জন্যে—
অর্দ্ধেক রাজত্ব দিব, দিব রাজকন্যে।
(দেখে নিও, আমার কথার খেলাপ হবে না, দেখে
নিও, মোরে চাড়া দিয়ে, আগে খাড়া ক'রে পরে
দেখে নিও)

ভোটানন্দ দাসে বলে—কি মজার খেলরে—
গাছেতে রয়েছে কাঁটাল গোঁফে দাও
তেলরে।
(এমন ফল তো আর পাবে না, কাঁটালের মত
আর পাবে না, পরের মাথায় ভাঙতে গেলে
এমন ফলটি আর পাবে না)
গাছেতে রয়েছে কাঁটাল, গোঁফে দাও
তেলরে।
(ফল হবেই হবে—সদ্য ফল বা "ডাউন ফল"
একটা ফল তো হবেই হবে)
গাছেতে রয়েছে কাঁটাল গোঁফে দাও
তেলরে।

দোকান আইন শিথিল হইল

পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপালের নির্দ্দেশ অনুসারে ১৭ই সেপ্টেম্বর (৩১শে ভাদ্র) হইতে ১৩ই অক্টোবর (২৭শে আশ্বিন) পর্য্যন্ত পশ্চিম বঙ্গ দোকান ও দোকান কর্ম্মচারী সম্পর্কীয় আইন শিথিল হইয়াছে।

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদে

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ : রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

গাভী বিক্রয়

১৯৫৪ সালের একজিবিসনে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত উন্নত শ্রেণীর একটী গাভী বিক্রয় হইবে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দাস, শিক্ষক

ফতুল্লাপুর, পোঃ নূরপুর (মুর্শিদাবাদ)

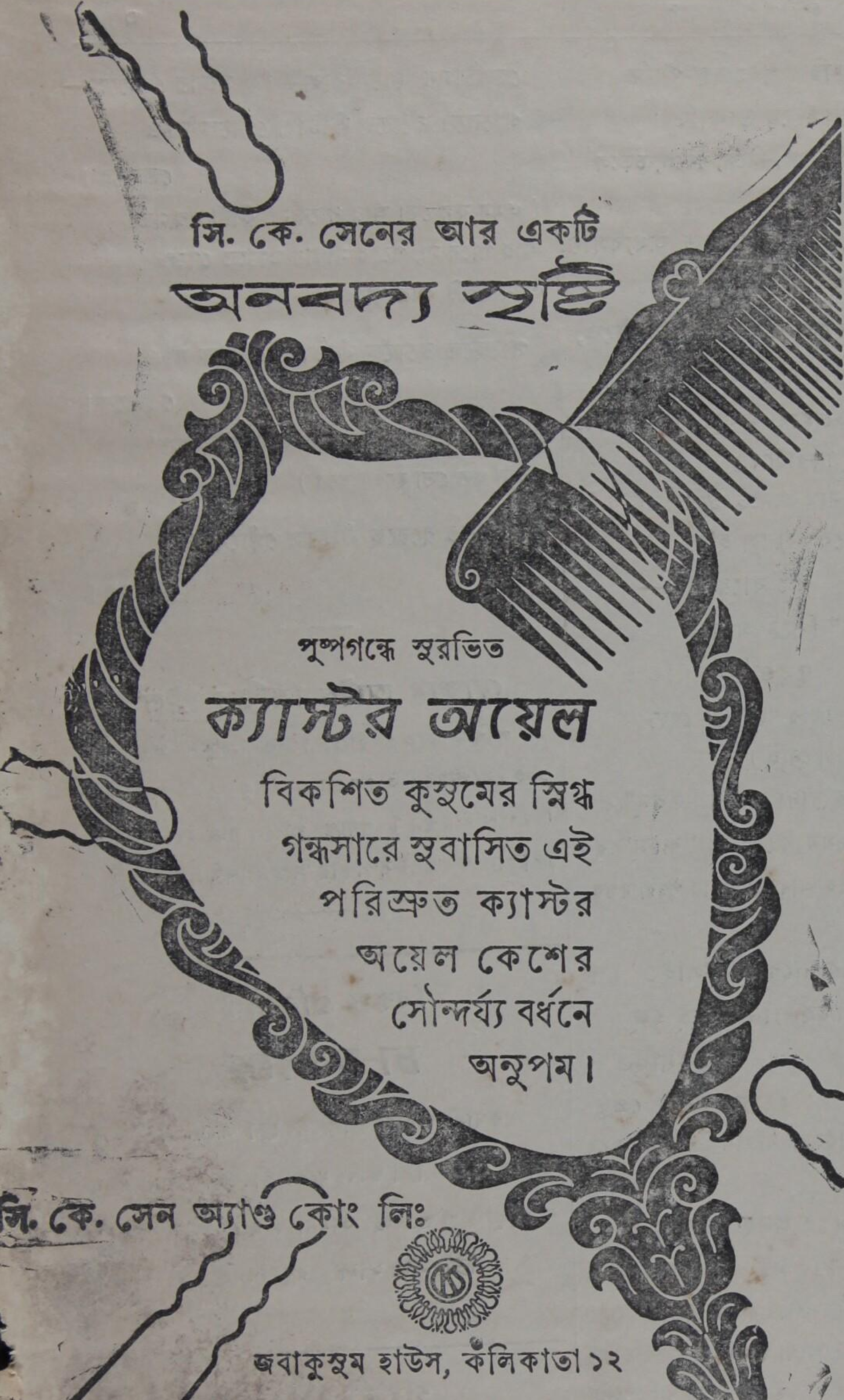

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্
এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।
এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত